দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB 18 1999
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

69

তুচ্ছ ঘটনার জের॥ বাংলাদেশী-ফিলিস্তিনী ছাত্র সংঘর্ষ ভাংচুর॥ গাজীপুরে আইআইটি বন্ধ ঘোষণা

গাজীপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা) ॥ পানি ছিটানোকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে গাজীপুরস্থ ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি)তে বাংলাদেশী ও ফিলিস্তিনী ছাত্রদের মধ্যে দু'দফা সংঘর্ষ হয়। এতে পাঁচ ফিলিস্তিনী এবং এক বাংলাদেশী ছাত্র আহত হয়। এ ছাড়া গাড়ি, ১টি মোটর সাইকেলসহ ব্যাপক ভাংচুর হয়। কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে এবং বিকাল ৫ টার মধ্যে ছাত্রদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন।

জানা গেছে, গাজীপুর জেলার বোর্ডবাজারস্থ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আইআইটিতে হোস্টেলের ১১ নং কক্ষে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। উক্ত কক্ষে ২ বাংলাদেশী, এক ফিলিস্তিনী এবং এক পাকিস্তানী অবস্থান করত। মঙ্গলবার রাত ১০টায় বাংলাদেশী এক ছাত্র বেসিনে মুখ ধোয়ার সময় ফিলিস্তিনী ছাত্র রিয়াদ গ্লাসে করে পানি খেতে আসে। এ সময়ে রিয়াদ বাংলাদেশী ছাত্রের গায়ে পানি ছিটালে সে প্রতিবাদ জানায়। এতে রিয়াদ ক্ষিপ্ত হয়ে বাংলাদেশী ছাত্রকে গালি দেয় এবং থাপ্পর মারে। বাংলাদেশী ছাত্রটি এ ঘটনা বাংলাদেশী অপর ছাত্রদের জানায় এতে ফিলিস্তিনীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং ব্যাপক উত্তেজনা চড়িয়ে পড়ে। এই পর্যায়ে হোস্টেলের প্রভোস্টসহ অন্যান্য শিক্ষক ঘটনার আপোস মীমাংসা করেন। ফিলিস্তিনী ছাত্ররা আবার একযোগে বাংলাদেশী ছাত্রদের ওপর গভীর রাতে চড়াও হয়। পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নিলে ফিলিস্তিনী ছাত্ররা জনৈক প্রফেসরের বাসায় আশ্রয় নেয়। রাত ৩টায় বাংলাদেশী ছাত্ররা উক্ত বাসায় হামলা চালালে উভয়পক্ষের মধ্যে ফের সংঘর্ষ বাধে। ছাত্ররা এ সময়ে ৪টি গাড়ি, একটি মোটর সাইকেল, ক্যাফেটেরিয়াসহ বিভিন্ন ভবনের দরজা-জানালা কাঁচ এবং আসবাবপত্র ভাংচুর করে। সংঘর্ষকালে ছাত্ররা পরস্পরের ওপর পেপসি বোতল ছুঁড়ে মারে। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ছয় ছাত্র আহত হয়। আহত ফিলিস্তিনীরা হলো-কিফাহ, রিয়াদ জোরোব, হিসাম জরোব, মোহাম্মদ আলী নাহাল, ঈশা নাদী, নাফিজ তায়ের এবং বাংলাদেশী ছাত্র ফিরোজ কবির। গুরুতর আহত ফিরোজসহ সবাইকে হলিফ্যামিলি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গভীর রাতে সংঘর্ষকালে এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্যাম্পাসের আনসার বাহিনীর সদস্যসহ জয়দেবপুর থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুপুরে ফিলিস্তিনী দূতাবাস কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসকসহ উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পরে বিকালে প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ডঃ আব্দুল মতিন পাটোয়ারির সভাপতিত্বে এক সভায় পরিস্থিতির সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। ঘটনা তদন্তের জন্য ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে হোস্টেলের সকল ছাত্রকে বুধবার বিকাল ৫টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। জানা গেছে, বিকালে ফিলিস্তিনী ছাত্ররা ফিলিস্তিনী দূতাবাসে আশ্রয় নিয়েছে এবং বাংলাদেশী ছাত্ররা হলত্যাগ করেছে। তবে অন্যান্য দেশের ছাত্ররা নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে গভীর রাত পর্যন্ত হলত্যাগ করতে না পেরে উৎকণ্ঠার মাঝে কাটাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক জানান, সৃষ্ট ঘটনার ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে এবং হোস্টেলে অবস্থানরত অন্যান্য বিদেশী ছাত্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উল্লেখ্য, ওআইসি'র অর্থায়নে পরিচালিত আইআইটি প্রতিষ্ঠানটিতে ২৫টি দেশের মোট ৪৮০ জন ছাত্র লেখাপড়া করছে। এর মধ্যে বাংলাদেশী ছাত্রের সংখ্যা ৩২৫ এবং ফিলিস্তিনী ছাত্রের সংখ্যা ৩১। সূত্র মতে, পূর্বে সংঘটিত এক ঘটনার জের হিসাবে ফিলিস্তিনী ছাত্ররা পরিকল্পিতভাবে ঐ ঘটনা ঘটায়।